কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন, কারণ নিজের সম্বন্ধে তিনি কুত্রাপি কিছুই বলিয়া যান নাই। ফলে তাঁহার জীবনেতিহাসকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে যাহার সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব।[১৪] ভারতের কোন্ প্রদেশ তাঁহার জন্ম-স্থান ছিল তাহাও নির্ধারণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও দুইজনই একমত হইতে পারেন নাই।[১৫] রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের বিভিন্ন অংশের, বিভিন্ন দৃশ্যের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা হইতে কোনও একটি অঞ্চলের সহিত তাঁহাকে যুক্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলিরও রচনাকালের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা কঠিন, কারণ এইগুলিতে কোনও একটি বিশিষ্ট প্রতিভার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গভীর পরিণতির স্বাক্ষর দেখা যায় না। কালিদাসের প্রতিভার প্রথম ও শেষ সৃষ্টির মধ্যে উৎকর্ষের এমন তারতম্য নাই যাহা হইতে একটি আগের এবং একটি পরের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।[১৬]

জীবনী ও রচনা

প্রতিটি গ্রন্থই রচনাশৈলী, চিত্ররূপায়ণ ও বিষয় সমৃদ্ধিতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত।[১৭]

developed form and sense of style (a position which, however, has not gone unchallenged), the limits of his time are broadly fixed between the 2nd and the 6th century A. D. Since his works reveal the author as a man of culture and urbanity, a leisured artist probably enjoying, as the legends say, royal patronage under a Vikramaditya, it is not unnatural to associate him with Chandragupta II (c. 380-413 A. D.), who had the style of Vikramaditya and whose times were those of prosperity and power."

Apte, তাঁহার *Date of Kalidasa* গ্রন্থে কালিদাসের কাল সম্বন্ধে কতকগুলি মতের বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন।

১৪। বল্লালের 'ভোজ-প্রবন্ধে' কালিদাস সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি কাহিনী আছে। এই প্রসঙ্গে Grierson-এর *Traditions about Kalidasa* (*JASB*, XLVII, April) দ্রষ্টব্য।

১৫। Haraprasad Sastri-র মতে (*Kalidasa, His Home*) মালবের অন্তর্গত দশপুর কালিদাসের জন্মস্থান, A. C. Chatterjee-র মতে (*Kalidasa, His Poetry and Mind*) হইল উজ্জয়িনী, Bhau Daji-র মতে কাশ্মীর এবং Majumdar-র মতে (*Home of Kalidasa*) বিদর্ভ। দণ্ডীর অবন্তীসুন্দরীকথায় একটি শ্লোক শেষোক্ত মতকেই সমর্থন করে। শ্লোকটি এই ঃ

লিপ্তা মধুদ্রবেণাসন্ যস্য নির্বিশা গিরঃ।
তেনেদং বর্ত্ম বৈদর্ভং কালিদাসেন শোধিতম্ ॥

Keith বলেন ঃ

".....his evident affection for Ujjayini suggests that he spent much of his time there under Chandragupta's favour."

১৬। একমাত্র ঋতুসংহারে এই তারতম্য ধরা পড়ে বলিয়াই ঋতুসংহারকে অনেকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না।

১৭। দে এই সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"...they hardly show his poetic genius growing and settling itself in a gradual grasp of power. Very few poets have shown a greater lack of ordered development. Each of his works, including his dramas, has its distinctive characteristics in matter and manner ; it is hardly a question of younger or older, better or worse, but of difference of character and quality, of conception and execution."

কালিদাসের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কয়েকজন কবির রচনাও কালিদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করাও অসঙ্গত নহে। এখনও প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থ[১৮] আছে যাহার রচয়িতা কালিদাস না অপর কেহ, এ সংশয়ের নিরসন হয় নাই।[১৯] ঐগুলির মধ্যে চারি সর্গে বিভক্ত **জলোদয়** নামে একখানি যমক কাব্য এবং কুড়িটি শ্লোকে রচিত **রাক্ষস-কাব্য** যে কালিদাসের রচিত নহে তাহা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন যে **পুষ্পবাণবিলাস** নামে যে কাব্যখানি কালিদাসের রচিত বলিয়া মনে করা হয় তাহা অর্কবভট্টের রচনা। কালিদাসের সমসাময়িক কালের অন্ততঃ একখানি কাব্য আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহার রচয়িতা সম্বন্ধে আমরা সংশয়হীন। ইহা প্রবরসেন কর্তৃক প্রাকৃতে রচিত ও ১৫ সর্গে বিভক্ত **সেতুবন্ধ** বা **রাবণবধ**। খুব সম্ভব খৃষ্টাব্দ ৫ম শতকে প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজা ছিলেন।[২০]

কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস সিংহলের রাজা কুমারদাসের অতিথি থাকিবার সময় এক লোভী বারবনিতার হাতে নিহত হন।[২১] রামায়ণের কাহিনী লইয়া রচিত কুড়ি সর্গে বিভক্ত **জানকীহরণ** কাব্য এই কুমারদাসের[২২] রচনা। এই কাব্যের প্রতি ছত্রে কালিদাসের রচনার প্রভাব দেখা যায় এবং মনে হয়, হয়ত বা কালিদাসকে অনুকরণ করিয়াই

১৮। শৃঙ্গারতিলক, দূর্ঘটকাব্যচিত্রকা, দুষ্করমালা, চিদ্‌গগনচন্দ্রিকা, ভ্রমরাষ্টক, শ্রুতবোধ। Aufrecht (*Catalogus Catalogorum* 1.99) এই বইগুলিও কালিদাসের রচিত বলিয়াছেন—অম্বাস্তব, কালীস্তোত্র, লঘুস্তব, বিদ্বদ্‌বিনোদকাব্য, বৃন্দাবনকাব্য, শৃঙ্গারসার, গঙ্গাষ্টক, মঙ্গলাষ্টক, চণ্ডিকা-দণ্ডকস্তোত্র।

১৯। P. Hari Chand বলেন ঃ

"Six works are by universal consent considered the authentic productions of the great poet : the three dramas *Sakuntala, Vikramorvasi* and *Malavikagnimitra*, the two epics *Raghuvamsa* and *Kumarasambhava* and the lyric *Meghaduta*."

২০। কিংবদন্তী আছে যে কাশ্মীররাজ প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর দিয়া সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার অনুরোধে কালিদাসই এই কাব্য রচনা করেন। বাণ হর্ষচরিতে ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন ঃ

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥

Bhau Daji-র মতে কাশ্মীরের কবি মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস একই ব্যক্তি এবং মাতৃগুপ্তের জীবনে যে পত্নী-বিরহ ঘটিয়াছিল মেঘদূতের মধ্যে সেই চিত্রই প্রতিফলিত। রাজতরঙ্গিণীর ২৫২ শ্লোক (যাহা মাতৃগুপ্ত-রচিত বলিয়া কথিত) এবং মেঘদূতের ১১৩ শ্লোকের সাদৃশ্য দেখাইয়াও তিনি তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন।

২১। গল্পটি এই ঃ

সিংহলরাজ কুমারদাসের এক সুন্দরী গণিকা ছিল। এক সময়ে কুমারদাস তাঁহার নিকট যাইয়া 'কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে' এই পদ্যাংশটি লিখিয়া দেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি ঐ গণিকা ইহার অপরার্ধ পূরণ করিতে পারে তবে তিনি তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন। কালিদাস এই সময়ে কুমারদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন এবং যে প্রাসাদে ঐ গণিকা অবস্থান করিত সেই প্রাসাদেই তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। অসমাপ্ত শ্লোক দেখিয়া কালিদাস উহার নীচে লিখিয়া দিলেন—'বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্'। পুরস্কারের লোভে সেই গণিকা কালিদাসকে হত্যা করিয়া তাঁহার মৃতদেহ লুকাইয়া ফেলে এবং রাজার নিকট পুরস্কার চায়। কুমারদাস বুঝিয়াছিলেন যে ঐ অংশ গণিকার রচিত নহে এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়াছিলেন। বন্ধুর প্রাণ-বিয়োগে ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত কুমারদাস কালিদাসের চিতায় সেই গণিকাকে সমর্পণ করেন।

২২। কুমার, কুমারদত্ত, কুমারভট্ট, ভট্ট কুমার প্রভৃতি অনেক নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই এক ব্যক্তি কি না বলা কঠিন। জানকীহরণের শেষ চার সর্গে কবি নিজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম কুমারমণি এবং যেদিন তাঁহার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন সেইদিনই তাঁহার জন্ম হয়। মেঘ ও অগ্নিবোধি নামক তাঁহার